Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

সময়ের স্রোতে বাংলা ভাষার সংকট

তনুশ্রী মণ্ডল

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/23_Tanusri-Mondal.pdf

সারসংক্ষেপ: ভাষা বৈচিত্র্যময় এবং দেশ, কাল ও স্থানভেদে সদাসর্বদা তার পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো নদী যেমন উৎস থেকে একা বেরিয়ে এসে পথে নুড়ি-পাথর সংযোগ ও বিয়োগের মধ্য দিয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, ভাষাও তেমনি তার জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে চলার পথে অন্য ভাষার নতুন শব্দ গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে। নদী হোক বা ভাষা শক্তিশালী হতে গিয়ে কখনো নিজের স্বরূপ হারিয়ে ফেলবে তা কাম্য নয়। হিন্দি, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, গুজরাটি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে অনেক শব্দ বাংলা ভাষাতে মিশেছে। আবার বাংলা ভাষারও নানা শব্দ অন্যান্য বিদেশি ভাষাতে প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে বাংলা ভাষায় একাধিক ইংরেজি শব্দ মিশে কালক্রমে তাদের আসন কীভাবে স্থায়ী করে নিয়েছে তারই আলোচনা করব এই প্রবন্ধে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা বর্তমানে পোশাক, বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস সর্বোপরি বেঁচে থাকার ধরণকে পাল্টে নিয়েছি। খুব বেশিদিন নয় আজ থেকে মাত্র বিশ বছর পিছন ফিরে তাকালে আমাদের চোখের সামনে বাংলাভাষী মানুষদের যে চিত্র ভেসে ওঠে তার সঙ্গে বর্তমানের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও ভাষার বিস্তর পার্থক্য। এই বদল এসেছে ইন্টারনেট দুনিয়ার মাধ্যম ও সময়ের স্রোতে। সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক শুভচিন্তা আমাদের এগিয়ে দিলেও তার জোয়ারে গা ভাসিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার ভঙ্গিমার সঙ্গে ভাষাতেও নানা বদল আনছি। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমাদের ভাষায় কী বদল এনেছি এবং সে বদল বাংলা ভাষার জন্য কতটা স্বাস্থ্যবান তারই মর্মকথা এ প্রবন্ধ। প্রথমে বলে রাখা প্রয়োজন 'ভাষা' শব্দটি ছটো হলেও এর বিস্তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত সেকাল ও একালের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র সোপান ভাষা। "ভাষা হচ্ছে মানুষের এমন এক অনন্য সুলভ বৈশিষ্ট্য যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।" যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে সেখানেই ভাষা বর্তমান। এ কথার পরিবর্তে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি যেখানে ভাষা নেই সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা না থাকারই সমান। ভূমিকা বিস্তারিত না করে মূল প্রবন্ধে আসা যাক।

সূচক শব্দ: বাংলা ভাষা, ইংরেজি শব্দ, সময়ের সংকট, পরিবর্তিত শব্দ, আধুনিকতা

প্রথমেই বলি আজ আমরা স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বা যেকোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে যে পাঁচ মিশালি বাংলা ভাষায় কথা বলে চলেছি তা মোটেও বাংলা ভাষার আদর্শ রূপ নয়। ভূমিকা অংশের আলোচনা থেকে আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি ভাষা আমাদের প্রতিদিন এমনকি প্রতিমুহূর্তের জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা রোজ সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে অগণিত কথা বলে চলি তার একমাত্র কারণ আমাদের একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য নিজস্ব ভাষা আছে। এ ভাষা সৃষ্টি করেছে মানুষ নিজেরই প্রয়োজনে। তাই তো পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নততর প্রাণী মানুষ। কোনো কালে যদি এর উল্টো নিয়ম হয় পশুপাখিরা তাদের ভাষাকে আমাদের চেয়েও উন্নত করে নেয় তবে সেদিন সমাজে পশু পাখিরা মানুষের চেয়ে উন্নত জীব হয়ে উঠবে ও মানুষের ওপরে রাজত্ব করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই জন্য তাদের বিবর্তনের প্রয়োজন।

বর্তমানে আমরা ইংরেজি মিশ্রিত যে বাংলা ভাষা বলি তাতে করে এ সন্দেহ অমূলক নয় যে বাংলা

ভাষাকে কালক্রমে ইংরেজি ভাষা গ্রাস করে নেবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা নিজেদের অজান্তেই একাধিক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি। এমন কিছু ইংরেজি শব্দ আছে যেগুলো বাংলা ভাষার সঙ্গে এক সূত্রে গাথা হয়ে গেছে। বরং সেই ইংরেজি শব্দের জায়গায় বাংলা শব্দ বসিয়ে বলতে গেলে বাংলা শব্দটাকেই অদ্ভুত মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ — 'আমাকে এক কাপ চা দিন' এর বদলে যদি কেউ চায়ের দোকানে গিয়ে বলে 'আমাকে এক পেয়ালা চা দিন' তাহলে দোকান শুদ্ধ লোক অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকবে। ইংরেজি এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো বাংলা ভাষার সঙ্গে এক আত্মা হয়ে গেছে এবং আমরা চাইলেও তার পরিবর্তনে অক্ষম কারণ তাদের বাংলা অর্থ এমন অদ্ভুত দাঁড়াবে আমরা তা উচ্চারণ করে নিজেরাই বোকাবনে যাব। চেয়ার, টেবিল, স্কুল, মেশিন, ব্যাগ, টিফিন, ট্রাম, ট্যাক্সি, ডাক্তার, চেইন, অক্সিজেন, আপেল, অফিস, পুলিশ, টাইম, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, স্টেশন, নম্বর, থিয়েটার এমন আরো অনেক ইংরেজি শব্দ আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। শব্দগুলি বাংলা ভাষাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বহুবছর ধরে তাই এই শব্দগুলোর জায়গায় আসল বাংলা শব্দ ব্যবহার করলে কেমন যেন বিকট শুনতে লাগে। উদাহরণস্বরূপ আজকের প্রজন্মকে কেউ যদি বলে 'কেদারায় বসো' তাহলে সে অবাক হয়ে সারা ঘরে কেদারা কী জিনিস তা খুঁজবে এবং কেদাদার কাজই বা কী তা বুঝতে চেষ্টা করবে। এমন আরো অনেক উদাহরণ আছে যেমন — টেবিল (ইং শব্দ) এর বাংলা 'মেজ', টেলিফোন (ইং শব্দ) এর বাংলা 'দূরাভাষ', টিফিন (ইং শব্দ) এর বাংলা 'জলখাবার', এগুলোর বাংলা শব্দের চেয়ে ইংরেজি উচ্চারণ আমাদের কাছে বেশি সহজ। আবার অর্থের দিক থেকেও এগুলোর ব্যবহার সঠিক। যেমন কাজের বিরতির মাঝে হালকা কিছু খাবারকে বোঝাতে 'টিফিন' শব্দটি যতটা প্রযোজ্য 'জলখাবার' শব্দটি ততটা নয়। এ পর্যন্ত ঠিক আছে।

আমরা আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে বাংলা শব্দের সঙ্গে প্রায় অর্ধেক ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে কথা বলছি। যা কিনা আমাদের ভাষার শ্রুতি মধুরতা নষ্ট করে দিচ্ছে। বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অধিক ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দগুলি তাদের অস্তিত্ব প্রায় হারাতে বসেছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলা ভাষার যে শব্দগুলোকে ইংরেজি ভাষা দখল করে নিয়েছে সেগুলি হলো — বন্ধু > Guys, ভাই > Bro, কি খবর / কেমন আছ > What's up, কাকা > Uncle, বাবা > Papa, মা > Mom, কলম > Pen, বোন > Sis, টাকা > Rupi, বাজার যাওয়া > Marketing, কেনাকাটা > Shopping, সুপ্রভাত > Good Morning, হে ভগবান! > Oh! God, ব্যস্ত > Busy, কিছু মুহূর্ত একসাথে কাটানো > Time spend, বিরক্ত > Disturb, ধন্যবাদ > Thank you, কিন্তু > But, আবার দেখা হবে > See you, বিয়ের বর > Groom, বিয়ের কনে > Bride, বৌভাত অনুষ্ঠান > Reception এমন আরো অনেক শব্দ বর্তমানে বাংলা ভাষায় যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আজ থেকে বিশ বছর পরে কালক্রমে এই বাংলা শব্দগুলো নিজের অস্তিত্ব হারাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি বেশ কিছু বাংলা গানের মধ্যেও ইংরাজি শব্দযোগে সংগীতের শ্রুতিমধুরতা হানি ঘটছে। সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আমরা ইংরাজি বানানসহ অনবরত লিখে চলেছি। যা সত্যিই দৃষ্টিকটু ও বাংলা ভাষার মাধুর্যকে বিভ্রান্ত করছে। প্রত্যেক আলাদা ব্যক্তির যেমন আলাদা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী দ্বারা সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় তেমনি আমাদের বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা হিসেবেই চিনতে পারি তা যেন আধা ইংরেজি আধা বাংলা মিশ্রিত উল্টোবাংলা ভাষা না হয়ে যায়।

ভাষাকে কোনো কালে কেউ কোনো বেড়াজাল দিয়ে বাধতে পারিনি এবং সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকালেও দেখা যাবে এ আশা বৃথা। ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে ভাষার সরলীকরণ ঘটবে। কিন্তু সেই সরলীকরণ ঘটাতে গিয়ে আমরা যেন আমাদের ভাষাকে বিক্রি করে না দিই সে দিকে আমাদের সচেতন হতে হবে। দুধে যতটুকু জল মেশালে দুধের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয় না ঠিক তেমনি আমাদের শ্রুতিমধুর বাংলা ভাষাতে আমরা যেন অতিরিক্ত ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে তার মধুরতা ও সৌন্দর্য নষ্ট করে তাকে সংকটে না ফেলি। এই বাসনা নিয়ে আমার প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি।

গ্রন্থঋণ:

১. ড. রামেশ্বর শ, 'সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পঞ্চম সংস্করণ আশ্বিন ১৪২৫
২. সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', সম্পাদক সাহিত্যসভা বর্ধমান, পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ১৯৫৭
৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা', দে'জ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ২০০৪
৪. শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী,'উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ', অক্ষয় মালঞ্চ, ঊনবিংশ সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৫, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৭
৫. সুভাষ ভট্টাচার্য কতৃক প্রস্তুত, 'সংসদ বাংলা অভিধান', পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ২০০০
৬. মৃনাল নাথ, 'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯
৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রথম রূপা সংস্করণ পৌষ ১৩৯৪, জানুআরি ১৯৮৮
৮. Google 'গুগল ও বর্তমান ইন্টারনেট ভাষা'

লেখক পরিচিতি: তনুশ্রী মণ্ডল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, এম.এ, NET & WB SET Qualified, পশ্চিমবঙ্গ।